18+

খরদার লাল ডায়েরি

জোকস্ ফর অ্যাডাল্ট

GRANTHA TIRTHA CALCUTTA

গ্রন্থতীর্থ

ভদ্রলোক অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পর বৌ বলে, 'কি হলো, আজ ফিরতে এত দেরী হলো কেন?' এই শুনে ভদ্রলোক বলে, 'আজ অফিসে কাজের চাপ একটু বেশি ছিল, কেন কি ব্যাপার?' 'না, তেমন কিছু না', বৌ বলে, 'তুমি রবিবার করে যে পুকুরে মাছ ধরতে যাও, সেই পুকুর থেকে একটা মাছ, তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, বলল জরুরী কথা আছে, দেরী হচ্ছে দেখে চলে গেল, দেখে মনে হলো, ওটার পেটে ডিম আছে।'

কয়েকজন মাতাল এক জায়গায় বসে মদ খাচ্ছিল, অন্য এক মাতাল দৌড়ে এসে এক মাতালকে বলে, 'শিগগির বাড়ি যা, তোর এক বন্ধু তোর বৌকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে।' এই শুনে অন্য মাতাল পড়ি কি মরি করে বাড়ির দিকে দৌড় লাগায়। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বন্ধুর উপর ভীষণ রেগে যায়, বলে, 'কি যে বলিস তার ঠিক নেই, মাঝখান থেকে আমার নেশাটারই বারোটা বেজে গেল। যে লোকটি আমার বৌকে চুমু খাচ্ছিল, সে আমার বন্ধুতো নয়ই, এমন কি, লোকটিকে এর আগে আমি কোনদিন দেখিওনি।'

বাজারে এক জনকে দেখ অন্য জন বলে, 'শুনুন আপনার নাম কি সঞ্জয় দত্ত?' লোকটি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলে, 'হ্যাঁ, কেন বলুন তো?' লোকটি বলে, 'গত সপ্তাহে আপনি দার্জিলিং গিয়েছিলেন?' অন্য জন বলে, 'হ্যাঁ গিয়েছিলাম।' লোকটি আবার বলে, 'সেখানে রমা বলে কোন মহিলার সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছিল?' অন্য জন বলে, 'হ্যাঁ হয়েছিল।' এবারে লোকটি ভীষণ রেগে গিয়ে বলে, 'আপনি ঐ মহিলার সঙ্গে হোটেলে একই বিছানায় রাত কাটিয়েছেন?' অন্য জন্য বলে, 'হ্যাঁ কাটিয়েছি'। লোকটি বলে, 'আমি ঐ মহিলার হ্যাজবেন্ড'। ব্যাপারটা আমার মোটেই পছন্দ হয়নি।' 'সতি কথা বলতে, কি অন্য জন বলে, 'ব্যাপারটা আমারও খুব একটা পছন্দ হয়নি।'

একজন মহিলা ডাক্তারের কাছে গিয়ে বলে, 'ডাক্তারবাবু' ইদানিং আমি আমার হ্যাজবেণ্ডের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ করছি, হানিমুনের সময় যেমনটি

পারত, এখন আর তেমনটি পারে না। 'আপনাদের কার কত বয়স?' ডাক্তার জানতে চায়। 'আমার বাহাত্তর, ওর আশী মহিলা বলে।' ডাক্তার আবার বলে, 'আচ্ছা, আপনি কবে থেকে এই পরিবর্তন লক্ষ্য করছেন?' মহিলা বলে, 'কাল রাতেও দেখছি আজ সকালেও দেখলাম।'

একটি বাচ্চা ছেলে, স্কুলে ভর্তি হতে এসেছে। বাচ্চা ক্লাস থ্রিতে ভর্তি হতে চায়, আন্টি চায় ওকে ক্লাশ ওয়ানে ভর্ত্তি করাতে। বাচ্চটি ক্লাশ ওয়ানে ভর্তি হতে কিছুতেই রাজি নায়। বাচ্চাটির জেদ দেখে আন্টি বলল, 'ঠিক আছে, আমি তোমাকে দুটো প্রশ্ন করব, যদি সঠিক উত্তর দিতে পার, তাহলে আমি তেমাকে ক্লাশ থ্রিতেই ভর্তি করে নেব।' হেড স্যারের ঘরের এক কোনায় বসে আন্টি ছেলেটির টেস্ট নিচ্ছিল। আন্টির প্রশ্ন, 'আচ্ছা বলতো কোন জিনিস গরুর চারটে আছে আর আমার দুটো?' উত্তরে ছেলেটি বলল, 'ঠ্যাং, আন্টি ঠ্যাং, গরুর চারটে আছে আর আপনার দুটো।' 'ভেরী গুড', আন্টি বলে, 'এবার বলো তোমার প্যান্টর ভেতরে কি আছে, যা আমার নেই।' ছেলেটি একটু সময়ের জন্য মাথা চুলকে বলে, 'পকেট, আন্টি, পকেট, আমার আছে আপনার নেই,' 'ভেরী গুড' আন্টি বলে, 'এসো, তোমাকে ক্লাশ থ্রিতেই ভর্তি করে নিচ্ছি।' হেডস্যার এতক্ষণ চুপ করে প্রশ্নোত্তরগুলো মন দিয়ে শুনছিলেন, বললেন, 'মিস, আপনি ওকে বরং ক্লাশ ফাইভে ভর্ত্তি করে নিন, কারণ আপনার প্রশ্নের উত্তর দুটো আমিও ভুল ভেবেছিলাম।'

ভদ্রলোক অফিস থেকে ফিরে দেখে, বৌ আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। এই দেখে মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি চেপে যায়, ঝট করে জামাকাপড় খুলে লাফ দিয়ে খাটে উঠে বৌ-এর চাদরের মধ্যে ঢুকে পরে। কিছুক্ষণ পর, খাট থেকে নেমে, জামা কাপড় পরে বারান্দায় গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ। ওখানে বৌ চেয়ারে বসে গল্পের বই পড়ছে। ভদ্রলোক বৌকে বলে, 'তুমি এখানে? তাহলে বিছানায় কে শুয়ে আছে?' 'আজ দুপুরে মা এসেছে' বৌ বলে, 'খাওয়া দাওয়ার পর মা ওখানে বিশ্রাম নিচ্ছে।' 'কি সর্বনাশ' বলে ভদ্রলোক সমস্ত ঘটনা বৌকে বলে দেয়, সব শুনে বৌ ঘরে গিয়ে মাকে বলে, 'মা, এটা কি হলো, তোমার জামাই ভুল করে তোমার চাদরের মধ্যে ঢুকে গেল, আর তুমি কিছুই বললে না?' মেয়ের কথা শুনে মা বলে, 'তুই তো জানিস, গত সাত বছর ধরে জামাই এর সঙ্গে আমার কথা বলা বন্ধ। আজ এই সামান্য ব্যাপারে কিছু একটা বলতে গিয়ে, আমাদের মধ্যে আবার কথা বলা শুরু হয়ে যাক এটা আমি চাই না।'

একজন মাতাল রাস্তায় একজন সুন্দরী মহিলাকে জড়িয়ে ধরে জোর করে চুমু খেতে শুরু করেছে। মহিলার চিৎকারে রাস্তায় লোক জমে যায়। পুলিশ আসে, লোকটিকে ধরে বিচারের জন্য আদালতে নিয়ে যায়। সব কিছু শোনার পর বিচারক বলেন, 'দোষটা আপনার না, দোষ মদের, এটা হচ্ছে মদ খাবার কুফল, বুঝেছেন?' শুনে মাতাল বলে 'হ্যাঁ হুজুর আমি বুঝেছি, আর আপনিই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি ব্যাপারটা সঠিক বুঝতে পেরেছেন, অথচ দেখুন, এই সামান্য ব্যাপারটা পুলিশের মাথায় কিছুতেই ঢুকলো না, জোর করে আমাকে আপনার এখানে ধরে নিয়ে এলো।'

ভদ্রলোক শপিংমলে গিয়ে এক প্যাকেট কুকুরের খাবার চায়, সেলস গার্ল জানতে চায়, তার কুকুর কোথায়? কুকুর বাড়িতে আছে জেনে সেলস গার্ল বলে, 'স্যরি স্যার, জিনিষের সঠিক ব্যবহার হচ্ছে কিনা, এটা না জেনে আমরা কোন জিনিস বিক্রি করি না। কুকুরের খাবার নেবার জন্য কুকুর সঙ্গে আনতে হবে।' ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত কুকুরের খাবার না নিয়েই বাড়ি চলে যায়। পরদিন একটা কালো ক্যারিব্যাগ হাতে করে এনে সেলস গার্লকে বলে, 'এর ভেতরে হাত দিয়ে দেখুন, নরম মত কিছু একটা ফিল করতে পারছেন কি?' সেলস গার্ল পলিথিন প্যাকেটের মধ্যে হাত দিয়ে বলে, 'হ্যাঁ নরম মত কিছু একটা ফিল করতে পারছি।' এই শুনে ভদ্রলোক খুশি হয়ে গেল, 'ভেরী গুড, এবারে আপনি যদি শিওর হয়ে থাকেন যে এর মধ্যে কি আছে, তাহলে আমাকে একটা টয়লেট পেপারের রোল দিন।'

একজন লোক থানায় গিয়ে বৌ-এর নামে একটা মিসিং ডাইরী করায়। পুলিশ মহিলাকে খুঁজে এনে তার হ্যাজবেন্ডের কাছে নিয়ে যায়, কিন্তু মহিলা কিছুতেই তার হ্যাজবেন্ডের সঙ্গে যেতে চায় না। 'কেন আপনি আপনার হ্যাজবেন্ডের সঙ্গে যেতে চান না?' পুলিশ মহিলাকে জিজ্ঞেস করে। মহিলা বলে, 'আমি এবং আমার হ্যাজবেন্ড, দুজনেই টেনিশ প্লেয়ার। বিয়ের আগে আমাদের মধ্য কথা হয়েছিল যে, আমাদের মোট চারটি সন্তান হবে, দুটি ছেলে এবং দুটি মেয়ে তাতে করে আমাদের বাড়িতে দুটি পুরুষ সিঙ্গল, দুটি মহিলা সিঙ্গল একটা পুরুষ ডাবল এবং একটা মহিলা ডাবল ও দুটো মিক্সড ডাবল টিম তৈরী করতে পারব। এই কন্ডিশনে আমি আমার হ্যাজবেন্ডকে বিয়ে করতে রাজী হই। এতদিন সব কিছু ঠিকমতই চলছিল, কিন্তু স্যার, ইদানিং ব্যাপারটা অন্যরকম দাড়িয়েছে।' এই শুনে পুলিশ বলে, 'ইদানিং ব্যাপারটা কী দাড়িয়েছে, যার জন্য আপনি আপনার হ্যাজবেন্ডের

সঙ্গে যেতে চাইছেন না।' উত্তরে মহিলা বলে, 'ইদানিং উনি টেনিশের চাইতে ফুটবলে বেশী আগ্রহী হয়ে পড়েছেন।'

১৯৬৫ সালে ভাত পাক যুদ্ধের পরে একজন মহিলা, কাশ্মীরে সৈন্যদের জন্য তিন'শ উলের আন্ডারওয়ার তৈরী করে পাঠিয়েছিলেন। ওগুলো রিসিভ করার পর, প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে মহিলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছিল। লেখা ছিল, 'আন্ডারওয়ারগুলো পাঠানোর জন্য আপনাকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ওগুলো খুবই সুন্দর হয়েছে। যদিও কিছু কিছু আন্ডারওয়ারে ফ্রন্ট ওপেনিংটা নেই, আপনি হয়তো ভুলে গিয়ে থাকবেন।' উত্তরে মহিলা আবার প্রতিরক্ষা দপ্তরকে লিখলেন, 'কিছু কিছু আন্ডারওয়ারে ইচ্ছে করেই ফ্রন্ট ওপেনিং রাখিনি, ওগুলো ব্যাচেলার সৈনিকদের ব্যবহারের জন্য।'

একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা, ডাক্তারের কাছে গিয়ে বলে, 'ডাক্তারবাবু' আমরা দুজনেই খুব অসুবিধার মধ্যে আছি। আমরা দুজন দুজনাকে ভীষণ ভালোবাসি। কিন্তু সেক্স করার ব্যাপারে আমাদের দুজনেরই খুব অসুবিধা হচ্ছে।' ডাক্তার একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আপনারা একটা কাজ করুন, দুজনেই আমার চেকআপ টেবিলে উঠে সেক্স করতে শুরু করুন। আমি পর্দার ফাঁক দিয়ে নজর রাখছি।' সেক্স পর্ব শেষ হবার পর ডাক্তার বলল, 'আমার কাছে তো সব কিছু স্বাভাবিক বলেই মনে হল, অসুবিধার কিছু বুঝতে পারলাম না। আপনাদের কি অসুবিধা, কোথায় অসুবিধা?' এই শুনে লোকটি বলে, 'ডাক্তারবাবু, অসুবিধা হলো, আমার বাড়িতে আমার বৌ, আর ওর বাড়িতে ওর হ্যাজবেন্ড।'

একজনের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ একটা নোট ছাপার মেশিন পায়। কিন্তু কোন ছাপা নোট বা নোট ছাপার জন্য কোন সরঞ্জাম পাওয়া যায়নি। বিচার চলাকালীন লোকটি আদালতকে বলে, 'হুজুর মেশিনটা আমার কাছে ছিল, কিন্তু সেটা দিয়ে যে, কোন নোট ছাপা হয়েছে তার কোন রকম প্রমাণ নেই।' এই শুনে বিচারক বলেন, 'নোট না পাওয়া গেলেও মেশিন রাখার অপরাধে শাস্তি আপনাকে পেতেই হবে।' এই শুনে লোকটি বলে, 'হুজুর, তাই যদি হবে' তাহলে আমাকে রেপ করার অপরাধে এতদিন গ্রেপ্তার করা

হয়নি কেন?' 'সেকি!' বিচারক অবাক হয়ে বললেন, 'আপনি রেপ করেছেন, কবে, কোথায়, কখন?' 'না না হুজুর,' লোকটি বলে, 'আমি কখনো রেপ করিনি, কিন্তু হুজুর ওটা করার মেশিনটা আমার কাছেই আছে।'

একজন আশী বছরের বৃদ্ধ, এক যুবককে সঙ্গে নিয়ে ওর হাত ধরে রোজ নিষিদ্ধপল্লিতে যেত। এই বয়সে বৃদ্ধকে ওখানে যাতায়াত করতে দেখে কিছু যুবক ব্যাপারটা নিয়ে হাসাহসি করত। হঠাৎ করে সেই বৃদ্ধকে অনেকদিন ঐ এলাকায় দেখা যাচ্ছিল না। এরপর আবার হঠাৎই সেই বৃদ্ধকে ঐ এলাকায় দেখতে পেয়ে এক যুবক বলে, 'কি দাদু, অনেক দিন হয়ে গেল, আপনাকে তো এ পাড়ায় দেখিনা। শরীর টরির খারাপ নাকি?' এই শুনে বৃদ্ধ বলে, 'না শরীর ঠিকই আছে, সঙ্গে যে ছেলেটি আসতো, সে দিন কতকের জন্য ছুটিতে বাড়ি গিয়েছিল। তাই আসতে পারিনি। আজ ফিরে এসেছে, তাই চলে এলাম।' যুবক আবার বলে, 'ছেলেটি না থাকলে অসুবিধা কোথায়?' এই শুনে বৃদ্ধ বলে, 'কী যে বল, ও না থাকলে, কে আমাকে ওপরে তুলে দেবে, আর কেই বা নামিয়ে আনবে?'

এক বন্ধু অন্য বন্ধুকে বলল, 'গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে ভীষণ চিন্তায় আছি, কী করবো ঠিক বুঝতে পারছি না। মাথাটাও ঠিকমত কাজ করছে না।' 'কেন, কি হয়েছে?' অন্য বন্ধু জানতে চাইল। বন্ধু বলে, 'গার্লফ্রেন্ডের শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না, ডাক্তার দেখিয়েছি, ডাক্তার পরীক্ষা করে বলল, ওর নাকি দুটো ব্রেইন।' এই শুনে অন্য বন্ধু বলে, 'ডাক্তারটা নিশ্চই পাগল তুই বরং অন্য ডাক্তার দেখা।' 'না না', বন্ধু বলে, 'ডাক্তার ঠিকই বলেছে। আমার গার্লফ্রেন্ড প্রেগনেন্ট।'

একটি বাচ্চা মেয়ে, পড়তে পড়তে হঠাৎ প্রাইভেট টীচারকে বলল, 'স্যার, মানুষ কি করে জন্মায়?' টীচার অবাক, এইরকম একটা প্রশ্ন ঐটুকু একটা মেয়ের কাছ থেকে আসবে এটা ভাবতেই পারেনি। যাইহোক কিছু একটা তো বলতে হবে। একটু ভেবে নিয়ে টীচার বলে, 'বিভিন্ন রকমের উপাদান, পরিমাণ মত মিশিয়ে, জল দিয়ে মেখে মণ্ড তৈরী করে, সেই মন্ড গরম করে কিছুক্ষণ রেখে দিলে, ওটা থেকে মানুষ জন্ম নেয়।' এক নিঃশ্বাসে এটা বলে নিয়ে টীচার ভাবল, বিপদ কেটে গেছে। বাচ্চা মেয়ের ঠাকুমা একটু দূরে বসে ছিল। টীচারের সবকথা শোনার পর